নারী ও লিঙ্গ সমতার নীতি :

প্রস্তাবনা :

পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বের কারনে প্রাচীনকাল থেকে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। অনেক বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক আইন থাকা সত্ত্বেও এটি প্রচলিত রয়েছে। বিশ্বজুড়ে আজও প্রজনন অধিকার, শ্রম অধিকার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ বিভিন্নক্ষেত্রে প্রচলিত আইন নারীদের উপর অত্যাচার ও শোষনকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেক দেশেই সমঅধিকার সম্পর্কিত আইন থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে সেসব দেশে পুরুষরাই উচুস্তরের অর্থনৈতিক সুবিধাকে উপভোগ করতে পারে এবং রাজনীতি, সংস্কৃতি ও ক্রীড়ায় তুলনামূলক ব্যাপকভাবে প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব করে।

লক্ষ্য :

যারা রাজনৈতিক উপায়ে এ বৈষম্য দূরীকরণে আমাদের সাথে সহমত পোষণ করেন, তারা তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডায় আমাদের এ নীতিগুলোকে অবশ্যই সন্নিবেশিত করতে দায়বদ্ধ থাকবেন। গ্লোবাল গ্রীন চার্টার অনুসারে গ্লোবাল গ্রীন এর লক্ষ্য হবে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিম্নলিখিত নীতিগুলোকে অনুসরণ করা।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গভেদে -

* সব মানুষ সমান।

* রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য হতে মুক্তি।

* মানুষের মর্যাদার অধিকার আছে।

* প্রত্যেক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে নারী-পুরুষের সমান প্রবেশাধিকার ও সক্ষমতা রয়েছে।

* সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিসহ সকলক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলোতে সমান প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে।

* শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যৌন পরিচয় ও প্রজননক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রয়েছে নিজ পছন্দকে ঘোষণা করার।

* মৌলিক ধরণের যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের সমান প্রতিনিধিত্ব ও অবস্থান।

*সমমূল্য এর কাজের জন্য নারী-পুরুষের সমান বেতন।

* নারীকর্তৃক কৃত উল্লেখযোগ্য পরিমাণঅবৈতনিক শ্রমকে বৈতনিক শ্রম হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান।

* প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও পদ্ধতিগত বৈষম্য, হয়রানি, ভয়, হিংসা, ও অপব্যবহার হতে মুক্তি।

* সকলনীতি ও আইন প্রণয়নে মূলধারার লিঙ্গনীতিকে প্রস্ফুটিত করতে হবে।

উদ্দেশ্য :

অতএব, গ্রীন পার্টি কাজ করবে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে -

* পুরুষতান্ত্রিক নিপীরণ থেকে মুক্তি, আইনদ্বারা তা বৈধ ঘোষিত হলেও।

* সমাজের সকল শ্রেনীর নারীর মতপ্রকাশ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের পথে সকল বাধা অপসারণ করে, এমন সমাজ অর্জনের লক্ষ্যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সংস্কার সহজতরকরণ।

* নারী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃত অর্থে সাম্য প্রতিষ্ঠার সম্মুখে সমাজে ও পরিবারে প্রচলিত প্রথার যেসকল অংশ পরিপন্থী, সেসকল অংশের পরিবর্তন সাধন।

* এটি নিশ্চিতকরন যে, নারীদের কমপক্ষে পুরুষদের সমান আইনগত সক্ষমতা রয়েছে এবং একইভাবে সেই সক্ষমতা প্রয়োগের সমান যোগ্যতা ও সুযোগ রয়েছে।

* নারীদের, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত সাম্য নিশ্চিত করা।

কর্মপরিকল্পনা:

বৈষম্যের বিরুদ্ধে :

*নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধকরনকল্পে যথোপযুক্ত আইনী ও সংসদীয় পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ।

* নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক কোন কাজে বা কোনরূপ চর্চায় জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকা, এছাড়া এটাও নিশ্চিত করা যে, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাও এ নীতির সাথে সংগতিপূর্নভাবে কার্যক্রম পরিচালিত করবে।

* যে সকল নানারূপ শক্তি নারীর প্রতি বৈষম্যের স্রস্টা ও প্রতিপালক, তাদেরকে চ্যালেঞ্জকল্পে বিস্তারিত নীতিগত কাঠামো প্রদান।

* নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমতা ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিকে একটি নতুন অর্থনৈতিক শৃংখলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা।

* সকল প্রকার বর্ণবাদ, বর্ণবৈষম্য এবং নারীর প্রতি আগ্রাসন নির্মূল করা।

*মাতৃত্বের সামাজিক তাৎপর্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি এবং পরিবারের প্রতি ও সন্তান লালন পালনে পিতা-মাতা উভয়ের ভূমিকা ও কর্তব্যের স্বীকৃতি।

* সন্তান লালন পালনে নারী-পুরুষের যৌথ দায়িত্ব-কর্তব্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিতকরন এবং এক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তাকে বৈষম্যের কারণ হিসাবে দায়ী করা।

* বর্তমান অত্যাচারী কাঠামো, যা কখনো কখনো ঐতিহ্যবাহী নিয়ম বলে বিবেচিত হয়, তা যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করে নারী-পুরুষের সমতার নীতিকে পরিবর্তন করতে হবে।

রাজনৈতিক অধিকার :

* রাজনীতিতে ও জনজীবনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ।

* ভোটাধিকার, সরকারি কর্তৃত্ব ও কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার অধিকার নিশ্চিতকরন।

* রাস্ট্রীয় ও রাজনৈতিক জীবনে সংগঠন ও সংস্থায় অংশগ্রহণকে নারী-পুরুষের সমঅধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও তা নিশ্চিতকরন।

* যে সকল সংস্থা নারীদেরকে ব্যাপক ভাবে ও উচ্চস্তরে আসীন করানোর সংখ্যা বাড়াতে কাজ করছে, তাদেরকে সহযোগিতা করা।

* নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে প্রয়োজনে কোটা ব্যবস্থার প্রণয়ন করা।

নীতিনির্ধারনকে উন্নতকরন:

* সরকারি নীতিমালা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরন।

* বিভিন্ন শ্রেণীর নারীদের সহিত ব্যাপক পরামর্শক্রমে লিঙ্গসমতা নিশ্চিতকল্পে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সরকারকে কর্মনীতি নির্ধারণে গুরুত্বসহকারে সহায়তা প্রদান ও অগ্রাধিকার প্রদান।

* উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নারীদের রাজনৈতিক দলে ও সংসদে অংশগ্রহণ বাড়াতে লক্ষ্য নির্ধারণ।

* উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নারীদের সরকারি চাকুরিতে ও সিনিয়র ম্যনেজম্যন্টে অংশগ্রহন বাড়াতে লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

শিক্ষা :

* সকল মেয়ে ও মহিলাদের শিক্ষাক্ষেত্রে সহজলভ্য উপায়ে প্রবেশের জন্য আইনের বিধান তৈরি ও প্রয়োগ করা।

* শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে নারীদের সমঅধিকারক নিশ্চিতকল্পে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ।

* পাঠ্যউপকরণ, শিক্ষাগত পদ্ধতি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে লিঙ্গবৈষম্যহীন মানসিকতার বিকাশ সাধন করা যা শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের মধ্যে প্রভাবিত হবে।

স্বাস্থ্য:

* কমিউনিটি পর্যায় পর্যন্ত নারীদের স্বাস্থ্যসেবা ও বিশেষকরে যৌন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পর্যাপ্তকরণ এবং নারীজীবনের যেকোন স্তরের উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সঠিক তথ্যপ্রদান নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে আইনের বিধান প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে ভুমিকা রাখা।

* বিনামূল্য ও নিরাপদ গর্ভধারণ, প্রসব, মাতৃত্বের এবং নবজাতক শিশুসেবা নিশ্চিতকল্পে উপযুক্ত বিধান প্রণয়নে সচেষ্ট থাকা। সক্রিয়ভাবে নারীদেরকে গৃহে প্রসব, ধাত্রীদ্বারা প্রসব বা অন্য কোন সহজলভ্য সেবা সম্পর্কে জ্ঞাত করা।

* জোরপূর্বক নির্বিজন ক্রিয়াকে, লিঙ্গাগ্রচর্মছেদনকে ও যৌনাঙ্গহানিকে রাস্ট্র কর্তৃক আইনদ্বারা নিষিদ্ধকরনকল্পে সচেষ্ট হওয়া।

বিবাহ এবং পারিবারিক সম্পর্ক :

* এটি নিশ্চিত করা যে, নারীদের বিবাহক্ষেত্রে পুরুষদের সমান অধিকার রয়েছে। তারা বিনামূল্যে এবং সম্পূর্ণ সম্মতিতে বিবাহ করবে। বিবাহবিচ্ছেদ ও বিনামূল্যে ও তাদের সম্পূর্ণ সম্মতিতেই হবে।

* মাতা বা পিতা দুজনের সমান অধিকার ও কর্তব্য থাকবে সন্তানদের প্রতি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সন্তানদের স্বার্থটি বেশী গুরুত্ব পাবে।

* অভিভাবকত্ব, ওয়ার্ডশিপ, ট্রাস্টিশীপ এবং শিশু এডাপশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এসব বিষয়ে যেসব সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত তারা এবং আইনবিভাগ এগুলোকে নিশ্চিত করবে। স্বামী ও স্ত্রী সমঅধিকারের দাবীদার হবে ব্যক্তিগত জীবনে। পারিবারিক নামের ব্যবহার, পেশা ও চাকুরিক্ষেত্রেও তা একইরকম হবে।

* জাতীয়তা গ্রহন, অর্জন বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকবে।

যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য :

* গর্ভনিরোধের প্রক্রিয়া সকল নারীদের জন্য বিনামূল্যে গ্রহণ করা নিশ্চিতকরন।

* নিরাপদ গর্ভপাত নিশ্চিতকরন ও গর্ভপাতকে আইনত বোধকরি।

* যৌনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী এবং পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবার জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে হবে।

* সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার, গর্ভপাতের অধিকার এবং গর্ভধারণের অবসানকল্পে যে সমস্ত প্রক্রিয়া উপলভ্য রয়েছে তা গ্রহণের সুযোগকে সহজলভ্য করতে হবে এবং বৈধ করতে হবে।

* গর্ভধারণের ও জন্মদানের ইচ্ছাকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

সহিংসতা ও নারীর সুরক্ষা :

* নারীদের যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা থেকে রক্ষাকল্পে আইন জোরদার করতে হবে এবং সহিংসতা ও হয়রানির বিষয়ে আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

* আইন প্রণয়ন করতে হবে পারিবারিক ও গৃহস্থালি সহিংসতা হ্রাসকরনের জন্য।

* ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরন ব্যবস্থা যৌননিপীড়নের শিকার সমস্ত মানুষের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল কিনা তা নিশ্চিতকরন।

* লিঙ্গসংবেদনশীলতার জন্য ট্রেইনিং প্রোগ্রাম চালু করতে হবে, বিশেষকরে স্কুলের ছাত্র ও কলেজের ছাত্রদের জন্য।

* নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গসংবেদনশীলতা নীতি এবং এর কর্মসূচির মধ্যে সুসংগততা নিশ্চিতকরন।

চাকুরি :

* চাকুরিক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ করতে হবে।

* বেতনভাতার ক্ষেত্রে একই ধরনের কাজে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিতকরন।

* কাজকরার অধিকার মানুষের একটি অবিচ্ছেদ্য মানবাধিকার হিসাবে নিশ্চিতকরন।

যৌনকর্মী:

* আইনবিভাগ ও সকল কর্তৃপক্ষকে নারীপাচার, যৌনকর্মীদের শোষন বিশেষকরে নারীকর্মীদের রক্ষার্থে দমননীতি নির্ধারণ করতে হবে।

* পতিতাবৃত্তিকে আইনত বৈধকরন এবং দেওয়ানি আইনে অন্তর্ভুক্তকরন করতে হবে।

আদিবাসী / উপজাতি নারী :

* অনাদিবাসি ও আদিবাসী নারীদের মধ্যকার বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য যাতে দূরীভূত হয় সেজন্য উপযুক্ত নীতি গ্রহণ এবং আদিবাসী নারীদের নিয়ে কাজ করা যাতে করে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ইস্যুতে তাদেরকে নেতৃত্বের স্বীকৃতি ও নেতৃত্ব ত্বরান্বিত করতে সহযোগিতা করা সম্ভব হয়।

* সকল ধরনের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে আদিবাসী বা উপজাতি নারীদের উন্নয়নের জন্য সরকারকে নৈতিক সমর্থন ও উন্নয়ন করতে সচেষ্ট করা।

গ্রামীন নারী:

* গ্রামীন নারীদের আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

* গ্রামীন উন্নয়ন প্রোগ্রামগুলোতে গ্রাম অঞ্চলের নারীদের অংশগ্রহন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সকল বৈষম্য দূরীকরণ করা।

নারীদের প্রতিকৃতি :

* নারীর আকৃতিমূলক প্রতিকৃতিকে সম্মান করা ও সাংস্কৃতিক সমর্থন করা।

*বিজ্ঞাপন এবং মিডিয়াতে, ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিসহ সবজায়গায় নারীর আকৃতিগত প্রতিকৃতিকে স্বাভাবিক, সুস্থ, সম্মানজনক ও গ্রহনযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি বলে সমর্থন করা।

* মিডিয়াতে যৌনতাকে নির্ণয়করন এবং অগ্রহনযোগ্য মহিলা প্রতিকৃতিকে বিলোপ করতে সহায়তা করা।

* শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহন যাতে করে যৌনতা বস্তুকরন এবং নারীদেরকে বিজ্ঞাপনে ধ্বংসাত্মকভাবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়।

নারী ও মিডিয়া :

* বিধি প্রণয়ন, যাতে মিডিয়াতে নারীদের গ্রহনযোগ্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

* একটি গনতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ এবং নারীদের মধ্যে সমতার গুরুত্ব সম্পর্কে একটি প্রচারনা তৈরি করা যা পুরুষ ও নারীদের নেতিবাচক স্টেরিওটাইপগুলিকে সম্বোধন করে।